স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গমুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সম্ভব কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৯শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৪ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৬৯ ইংরাজী 31st Oct. 1962 { ২৫শ সংখ্যা।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই. অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

রান্নাকে ছন্দময় ও নিপুণতা আনবে।

প্রস্তুতকারক
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA & PLISS

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৪ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৬৯ সাল।

কুইন এলিজাবেথের
ভারতকে পূর্ণ সমর্থন

—•—

লণ্ডন, ৩০শে অক্টোবর—রাণী এলিজাবেথ আজ ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টে বলেন, "চীনা সৈন্যরা ভারতভূমি আক্রমণ করায় আমার গবর্ণমেণ্ট বিচলিত হইয়াছেন। ভারত সীমান্ত রক্ষার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছে, উহা ন্যায়সঙ্গত। আমার গবর্ণমেণ্ট সর্বতোভাবে তাহা সমর্থন করেন।

রাণী পার্লিয়ামেণ্টের নূতন অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়া ঐ কথা বলেন। মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক লিখিয়া দেওয়া ঐ ভাষণে তিনি আরও বলেন. "সম্প্রতি কিউবায় আপত্তিকর ক্ষেপণাস্ত্র প্রেরণজনিত বিপদাশঙ্কায়ও আমার গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করিতেছিলেন। ইহা হইতে যে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার মোকাবিলায়ও আমার গবর্ণমেণ্ট মিত্রদেশগুলির সহিত পরামর্শক্রমে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ ক্ষেপণাস্ত্র ঘাটিগুলি রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে জানিয়া আমার গবর্ণমেণ্ট আনন্দিত হইয়াছেন। নিয়ন্ত্রিত নিরস্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে আরও বেশী পরিমাণে মতৈক্য যাহাতে সম্ভব হয় সেজন্য আমার গবর্ণমেণ্ট মিত্ররাষ্ট্রগুলির সহযোগিতায় চেষ্টা চালাইয়া যাইবেন।"

—

দীপান্বিতা কালীপূজা

—o—

কার্ত্তিকমাসীয় অমাবস্যা, এই দিনে দিবাভাগে পিতৃলোকের তর্পণ ও শ্রাদ্ধ এবং রাত্রিকালে দেবগৃহাদি দীপমালায় সুশোভিত করিতে হয়। ইহার অপর নাম দীপালী, দেওয়ালী।

নিশাকালে কালীপূজা

কালী—আদ্যাশক্তি ভগবতীর রূপবিশেষ। শুম্ভ নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধে চণ্ডবধকালে অম্বিকার ললাট হইতে ইনি উৎপন্ন হন, এবং রক্তবীজের সমুদয় রক্ত পান করিয়া তাহার বিনাশসাধন করেন। অতঃপর দক্ষযজ্ঞে গমনকালে সতী এই রূপ ধারণ করেন। এই মূর্ত্তি দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত, দেবীভক্ত হিন্দুগণ এই রূপের পূজা করিয়া থাকেন। এই মূর্ত্তি দিগম্বরী, আকর্ণ-নয়না, পূর্ণ যৌবনা, মুক্তকেশী, লোলজিহ্বা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা, চতুর্ভুজা ও শ্যামবর্ণা।

রায় গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র নিজের এবং মাতৃভূমি ভারতের ভীতি হরণের জন্য দেবীর যে স্তোত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণে কবিতাটি পাঠ করিলে শ্রুতি মধুর হইবে।

(জয়) দেবি! জগন্ময়ি! দীন-দয়াময়ি!
শৈলসুতে! করুণা-নিকরে!

(জয়) চণ্ড-বিনাশিনি! মুণ্ড-নিপাতিনি!
দুর্গা-বিঘাতিনি! মুখ্য-তরে!

(জয়) কালি! কপালিনি! মস্তক-মালিনি!
খর্পর-ধারিণি! শূল ধরে!

(জয়) চণ্ডি! দিগম্বরি! ঈশ্বরি! শঙ্করি!
কৌশিকি! ভারত-ভীতি-হরে!

আমাদের জননী জন্মভূমি ভারত এবার সত্য-সত্যই পর রাজ্য হরণকারী দস্যুদলের দ্বারা আক্রান্তা। সেইজন্য জগন্মাতা শ্যামা শুধু অমাবস্যা নয়, শনিবার যুক্ত অমাবস্যা মহা-নিশায় গত শনিবার আবির্ভূতা হইয়া বরাভয়দায়িনী মা যে বর ও অভয় দিয়াছেন, তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। রবিবারের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' খুলিয়াই দেখা গেল **"সপ্তাহব্যাপী ভাগ্য বিপর্য্যয়ের পর যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তনের সূচনা।"** একজন ভারতীয় এন, সি, ও, আটজন অনাসিক থ্যাঁদা হানাদারকে খতম করিয়া বীরের ন্যায় শেষ শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন।

কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য শ্যামা সঙ্গীত

আমরা যখন রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের শ্যামা স্তোত্রটি লিখিতেছিলাম, একজন সাংবাদিক বন্ধু স্বনামধন্য যাত্রা দলের অধিকারী স্বর্গত পণ্ডিত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৎক্ষণাৎ রচিত (Extempore) মা সর্ব্বমঙ্গলার স্তোত্ররূপে যে গানটি বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ৺বিজয়চাঁদ মহাতাপের অনুরোধে গাহিয়াছিলেন আর 'জঙ্গিপুর সংবাদে'র প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার ছাত্রজীবনে শ্রুতিধরের মত পর মুহূর্ত্তে গানটি আবৃত্তি করিয়া ইং ১৯০০ সালে ঝুলনের রাত্রে ৮নং নারিকেল বাগান মেসে রচয়িতার সুরের অনুকরণে গানটি গাহিয়াছিলেন। সেই গানটি আজ ৮২ বৎসর বয়সে রোগ শয্যায় শুইয়া আবৃত্তি করিলেন, তাই পাঠক মহোদয়গণের জন্য প্রকাশিত হইল। পণ্ডিত ৺নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মিনিট ২।৩ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জোড়হস্তে নীরবে থাকিয়া দুইখানি হস্ত দুইদিকে প্রসারিত করিয়া গান ধরিলেন— গান

মাগো দুর্গে দুর্গতিনাশিনী !
(আমায়) করি কৃপাদৃষ্ট, ঘুচাও মনঃকষ্ট,
পূরাও মনোভীষ্ট ইষ্টপ্রদায়িনী।
কভু দশভুজা তপ্ত হেমাঙ্গিনী,
কভু চতুর্ভুজা অসিতবরণী,
মহিমা না জানি, নিজে শূলপাণি,
পদতলে পড়ে' আছেন গো আপনি।
যে গুণ বর্ণিতে অসম্ভব ভব—
সে গুণ বর্ণনা জীবে কি সম্ভব !
এ ভব সংসার অদ্ভুত অর্ণব—
তরিতে তোর ঐ শ্রীপদ-তরণী।
যে গুণ বর্ণিতে বাণী নীল-কণ্ঠ !
অসমর্থ নিজে দেব নীলকণ্ঠ
কেমনে বর্ণিবে (এই) জ্ঞানহীন কণ্ঠ,
(আসি) হও মা নীলকণ্ঠের কণ্ঠ-নিবাসিনী।

এই গানটিতে এক বর্ণের বারংবার প্রয়োগ আছে। অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহাকে অনুপ্রাস (Alliteration) বলে। যুবক সাংবাদিক গানটি শুনিয়া এত আনন্দিত হইলেন যে তাঁহার শ্যামা সঙ্গীতে 'যমক' (শব্দালঙ্কার) শুনিবার আগ্রহ দমন করিতে না পারিয়া পরদিন আসিয়া রুগ্ন বৃদ্ধকে অনুপ্রাস ও যমকের পার্থক্য বুঝাইয়া একটি শ্যামা সঙ্গীত উল্লেখ করিতে অনুরোধ করিয়া পায়ে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিলেন।

রোগীর যেমন অম্বলে রুচি হয়। যে রোগীর কথা বলা নিষেধ তিনি তাঁহার পাশে কাহাকেও পাইলে প্রকাশ্যে না হোক চিকিৎসককে লুকাইয়াও ক্ষীণকণ্ঠে কথকতা শুরু করেন। ৮২ বৎসরের বৃদ্ধও পদসেবায় সন্তোষ হইয়াই হউক, আর স্বভাবের দোষেই হউক, সংক্ষেপে জিজ্ঞাসুকে বলিয়া দিলেন—একবর্ণের বারংবার প্রয়োগকে অলঙ্কার শাস্ত্রে **অনুপ্রাস** বলে।

যমক—শব্দালঙ্কার বিশেষ। পৃথক অর্থ বিশিষ্ট সমোচ্চার্য্য শব্দের পুনরাবৃত্তিকে যমক বলে। এই দিনে বৃদ্ধ এই সংজ্ঞা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। শুইয়া শুইয়া এক টুকরা কাগজ ও পেন্সিল নিয়ে লিখিয়া দিলেন একটা শ্যামা সঙ্গীতের ধুয়া, লিখিয়া বুঝাইলেন মাত্র। দুদিন সময় লইলেন সমস্ত গানটি বলিবার জন্য। বিদায় দিবার সময় এই শ্লোক বাক্য বলিয়া তাঁহাকে খুশী করিবার চেষ্টা করিলেন —"তখন বর্দ্ধমানে ছিলাম মেমারী (memory—স্মৃতিশক্তি) খুব দূরে ছিল না, এখন মেমারী হ'তে বহু দূরে আছি কাজেই সব মনে আসে না।

ধুয়া—"একি হেরি মা শবাসনা—!
বলগো বামা স্ববাসনা,
কে রমণী কার ললনা ?
কেন হেরি মা বিবসনা !"

জিজ্ঞাসু চলিয়া গেলে—শুইয়া শুইয়া গুণ গুণ স্বরে গাইতে গাইতে ঘণ্টাখানেক পর ছেলেদের ডাকিয়া বলিলেন—তোমরা কেউ গানটি লিখে নাও; বেশ মনে পড়েছে। কাল হয়তো আবার ভুলে যাব। কাল সকালবেলায় ওকে ডেকে গানটি দিয়ে দিও। ধুয়া বাদে—

কুচ পদ্ম-কলি-সম
ক্ষীণ কটি কি পরিপাটী !
তাহে শোভিছে কর-শ্রেণী,
পরে'ছ মালা মুণ্ড কাটি,
বিশালাক্ষী বিম্বাধরা,
কপোলে রুধির-ধারা
ত্রি-নয়নে অনল জ্বলে,
এলোকেশী লোল-রসনা !
হর পতিত পদতলে,
তুমি নাকি মা হরজায়া
কি লাগি এ ভাব তব
ভেঙে বল মা মহামায়া,
অসুর ভয়ে দেব রাখিতে
হয়েছ বুঝি মা অসিতে,
অন্তে ভ্রান্তে, চন্দ্রকান্তে
পদে স্থান দিতে ভুলো না।

সাইকেল আরোহীর উৎপাত

রঘুনাথগঞ্জ সহরে সাইকেল আরোহীগণের অসাবধানতার ফলে প্রায়ই লোককে ধাক্কা লাগিতেছে। কখন কখন এক সাইকেলে দুইজন ব্যক্তিকেও চাপিয়া যাইতে দেখা যায়। অনেকে আবার 'বেল' ও 'ব্রেক' বিহীন সাইকেলে চাপিয়া নিজেকে ধন্য মনে করেন। রাত্রিকালে প্রায় সাইকেলেই আলো থাকে না। ইহার প্রতিকার করিবে কে ?

প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা—১৯৬২

—•—

আগামী ২৬শে ও ২৭শে নভেম্বর ৮৮টি বিভিন্ন কেন্দ্রে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাথমিক শেষ পরীক্ষা গৃহীত হইবে। এই বৎসর মোট ১৬,২৯৮ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিবে।

নিম্নলিখিত কার্য্যসূচী অনুযায়ী পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

	সকাল ১০-৩০ মিঃ হ'তে বেলা ১টা পর্য্যন্ত	বৈকাল ২টা হ'তে ৩-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত
২৬শে নভেম্বর (সোমবার)	মাতৃভাষা	ভূগোল ও প্রকৃতি বিজ্ঞান
২৭শে নভেম্বর (মঙ্গলবার)	গণিত	ইতিহাস

পরীক্ষার প্রবেশ-পত্রসমূহ সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক মহাশয়গণের নিকট প্রেরিত হইতেছে।

যদি কোন ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার প্রবেশপত্র ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে না পৌঁছায় তাহা হইলে উক্ত সংবাদ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

শ্রীগোপীনাথ অধিকারী
জিলা স্কুল পরিদর্শক, মুর্শিদাবাদ।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই নভেম্বর ১৯৬২

১৯৬২ সালের ডিক্রীজারী

৬ অন্য ডিঃ বিজয় ঘোষাল দেং নবকুমার মাল দাবি ৭১-৬১ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সেগুা জামুয়ার ৬৪ শতকের কাত ৩৮/৬ তন্মধ্যে দেন্দারের অর্দ্ধেক ৩২ শতক নিলাম হইবে যাহার পরতামত খাজনা ১৮/৩ আঃ ১২৫, থং ১৩৫৩ রায়ত স্থিতিবান

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন,
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন।
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ।
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাঁঠাকুর)

প্রাপ্ত-পত্র

মাননীয়—

"জঙ্গিপুর সংবাদ" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়! অনুগ্রহপূর্ব্বক সংবাদটা আপনার পত্রিকার মাধ্যমে পরিবেশন করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

সরকারী কর্ম্মচারীর খামখেয়ালীতে হয়রাণী

ঘটনার দিন ২৩।১০।৬২ সাগরদীঘি থানার দক্ষিণগ্রাম S. E. Centre ও পল্লী উন্নয়ন সমিতির গৃহটী সরকারী প্রচেষ্টায় পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করার সুযোগ পাইয়াছে। উক্ত গৃহের জন্য সিমেণ্টের প্রার্থনা জানালে মাননীয় মহকুমা কন্ট্রোলার মহোদয় উপস্থিত কাজ আরম্ভ করার জন্য ৬০ বস্তা সিমেণ্টের পারমিট প্রদান করেন। উক্ত সিমেণ্ট সরবরাহ করিবেন P. W. D. Godown থেকে। P. W. D এর S. D. O মহোদয়ের নিকট কন্ট্রোলার সাহেবের পারমিট দেখালে তিনি ডেলিভারী অর্ডার দেন দ্বিজেন লালা বাবু (Store keeper) কে। P.W.D অফিস থেকে তাঁর সন্ধানে ছুটে যাওয়া হয় P. W. D. Godown এবং সেখানে বেলা ১টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বিফল মনোরথে আমাকে আমাদের সেক্রেটারী শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত, বি-এস-সি, বি-টি তাঁর দুরবস্থার কথা বলেন। তারপরই আমরা উভয়ে তাঁহার তল্লাসে যাই, P. W. D অফিসে দেখি কাহারও কোন সাড়া শব্দ নাই। অনুসন্ধানে বাসা বাড়ীর খোঁজ নিয়ে পৌছি বালিঘাটায় দ্বিজেন বাবুর বাড়ী। তিনি তখন ঘুমন্ত অবস্থায়। ডাকে সাড়া দেন ও বলেন S. D. O. র কাছে চাবি আছে। এখন পাবে না। বিশেষরূপ প্রতিবাদ জানালে তিনি S.D.O. সাহেবের দোতালা বাসা বাড়ীতে যান এবং কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বলেন আজ হবে না তিনি এখন খাচ্ছেন, আর অফিস যাবেন না সুতরাং কাল ডেলিভারী নিবেন। আমরা বলি যে আমরা স্থানীয় লোক নই, আমাদের বাড়ী ৮.৯ মাইল দূরে ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে। ৭।৮ খান গাড়ী, ৭।৮ জোড়া বলদ, ৭.৮ জন গাড়োয়ান এখন পর্য্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় হাই রোডের ধারে পড়ে আছে এবং কাল পর্য্যন্ত এই অবস্থায় থাকতে হ'বে এটা কি সম্ভব? তিনি জবাব না দিয়ে চলে যান পরে আধ ঘণ্টা অপেক্ষার পর S. D. O. র সহিত দেখা করার জন্য দ্বারে ডাক দিই। দোতালা থেকে খবর আসে তিনি অসুস্থ, দেখা করবেন না। হতাশ হয়ে ফিরে আসি। কোন উপায় না পেয়ে বাধ্য হয়ে সমস্ত রাত্রি অভুক্ত অবস্থায় কি কষ্টে দিন যাপন করতে হয় এবং পরদিন কি অবস্থায় সন্ধ্যা ৬টায় সময় ৬০ বস্তা স্থলে ৫৮৷৷০ বস্তা সিমেণ্ট লইয়া বাড়ী ফিরি—তাহা সহজেই অনুমেয়। সরকারী কর্ম্মচারীদের খামখেয়ালীর জন্য সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'লে এর জন্য দায়ী কে?

ইহার আশু প্রতিকার জন্য উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইতি—২৯।১০।৬২

শ্রীহৃদয়রঞ্জন দত্ত,

প্রেসিডেণ্ট, দক্ষিণগ্রাম পল্লীউন্নয়ন সমিতি ও

S. E. Centre.

পোঃ দক্ষিণগ্রাম সাবিত্রী, লোক্যাল।

পরিচালকের হাতে দড়ি

কলিকাতা পুলিস বুধবার ইণ্টালি এলাকার একটি বাড়ীতে হানা দিয়া এক ভুয়া 'এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ' আবিষ্কার করিয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ যে, এই এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে কর্মপ্রার্থী যুবক-যুবতীদের চাকুরী দেওয়ার ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষায় পাশ করাইয়া দিবার প্রলোভন দেখাইয়া টাকা আদায় করা হইত। পুলিস এ সম্পর্কে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। অভিযোগ: এই ব্যক্তি নাকি এই 'কর্মসংস্থান কেন্দ্রের' পরিচালক এবং নিজেকে ডাক-তার বিভাগের একজন পদস্থ অফিসার বলিয়া পরিচয় দিত। পুলিস এ সম্পর্কে বিপুল পরিমাণ সরকারী চাকুরীর পরীক্ষার উত্তরপত্র, আবেদনপত্র, নিয়োগ-পত্র, রবার ষ্ট্যাম্প ইত্যাদি আটক করিয়াছে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৯শে নভেম্বর ১৯৬২

১৯৬২ সালের ডিক্রীজারী

১৭ মনি ডিঃ রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য দেং সুধীর মাল দাবি ৬২·০২ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে খেরুর ৭ শতকের কাত ৷৷০ তদুপরিস্থিত খেড়ীঘর মায় চালছাপ্পর, চৌকাঠ কপাট, আকাঠা সুকাঠা ইত্যাদি সহ আঃ মূল্য ৪২৫৲ খং ৭১৫ রায়ত স্থিতিবান

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

১৫নং ৬২ মনি

বাদী—আথুয়া গ্রামের মুসলমান সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ও স্বয়ং মহম্মদ নাসিরুদ্দিন দিং

বিবাদী—সাবেদালী মোল্লা দিং

এতদ্দারা আথুয়া গ্রামের মুসলমান সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যায় যে বিবাদী আথুয়া মৌজার ৫নং খতিয়ানের ৫৭ দাগের উপরিস্থিত বাদী পক্ষের বহু কালের দখলীয় একটি পাকুড় বৃক্ষ আত্মসাৎ করায় বাদীপক্ষ মায় ক্ষতিপূরণ মূল্য বাবত ১৯৯৲ টাকা দাবীতে নালিশ করায় তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী সন ১৯৬২ সালের ৫ই নভেম্বর তারিখে দর্শাইবার নিমিত্ত এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল। ইতি—৩।৯।৬২

By Order
H. K. Roy
Sharistader,
2nd. Munsif's Court, Jangipur.

---

* উপরের নোটিশটী গত ২৮-১০-৬২ তারিখে পাওয়া গিয়াছে।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুর‍্যাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন
— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়:—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১'১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট:—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

ফটো তোলা, ফটো ওয়াশ, প্রিণ্ট ও এনলার্জ করা, সিনেমা স্লাইড তৈরী প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এবং নানাপ্রকার ছবি ও সূচীকার্য্য সুন্দররূপে বাঁধান হয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।